বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, বরিশাল
অবৈধ উচ্ছেদ শাখা
www.barishalcity.gov.bd

নোটিশ

স্মারক নং-বিসিসি/উচ্ছেদ/বালু/২০২৪- ৬৪৪ তারিখঃ ১৫.০১.২০২৫

বিষয়ঃ আনলোড ড্রেজারের মাধ্যমে বালু সরবরাহ করার প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮.০১.২০১০ তারিখের বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ৪র্থ সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি বিবিধ (৭) এর সিদ্ধান্ত (ব) অনুযায়ী বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের স্বার্থে নগরীর নালা জমি, অকৃষি জমি অথবা নিচু ভূমির ভরাট করার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ভূমি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য আনলোড ড্রেজারের পাইপ লাইনের মাধ্যমে বালু সরবরাহ করার অনুমতি প্রদান করা হবে। প্রতি ঘনফুট জমি বালু ভরাট বাবদ আনলোড ড্রেজারের মালিক ০১ (এক) টাকা করে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্দিস্ট ফান্ডে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় তার অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

শর্তসমূহঃ

০১. আনলোড ড্রেজারের জন্য সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে।
০২. মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ মেনে বালু ভরাট করতে হবে।
০৩. সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা কাটলে তার ক্ষতিপূরণ জমা দিতে হবে অন্যথায় তার জামানত থেকে কর্তন করা হবে।
০৪. যে সকল জমি ভরাট করতে চায় তার আলাদা আলাদ জমি ভরাটের অনুমোদন নিতে হবে এবং জমির শ্রেণির প্রমানক কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
০৫. সরকার অনুমোদিত বালু মহল থেকে বালু আনতে হবে এবং তার প্রমানক জমা দিতে হবে।
০৬. ভরাট অনুমোদনের ক্ষেত্রে সমুদয় অর্থ সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে জমা দিতে হবে।
০৭. বিসিসি প্রশাসক বরাবর ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা জামানত পে অর্ডারের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনে আগামী ২০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টার মধ্যে জমা দিতে হবে যা ফেরতযোগ্য হবে।নূন্যতম ০১ এক বছর অথবা কাজ চলমান পর্যন্ত জামানত জমা থাকবে এবং দুপুর ০৩ টায় বাক্স খোলা হবে।
০৮. পরিবেশের ক্ষতিকর এমন কিছু করা যাবে না।
০৯. পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে খালের প্রবাহে বাধা সৃস্টি করা যাবে না।
১০. জনসাধারণের চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করা যাবে না।
১১. বালু ভরাটের ক্ষেত্রে জমির মালিকের সাথে ড্রেজার মালিকের চুক্তিপত্র জমা দিতে হবে।
১২. অনুমোদনপত্রটি জলাধার সংরক্ষণ আইন,২০০০ এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন,১৯৫০ এর ৮৩ ধারা বা উপধারা লংঘন করবে না।
১৩. এই অনুমোদনপত্রটি কেবল সিটি কর্পোরেশনের ভূমি ব্যবহারের বিনিময়মূল্য হিসেবে গণ্য হবে। কোনভাবেই জলমহল/পুকুর ভরাট,জমির শ্রেণি পরিবর্তনের অধিকার সৃস্টি করবে না।
১৪. কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় কোনরূপ কারণ দর্শানো ছাড়াই এই অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।

(মোঃ রেজাউল বারী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
বরিশাল।

অনুলিপিঃ অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১. সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
০২. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশল, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
০৪. বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
০৫. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অবৈধ উচ্ছেদ কর্মকর্তা), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
০৬. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (নোটিশটি বিসিসির ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড এবং বিসিসির পেইজে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭. ব্যক্তিগত সহকারী, প্রশাসক মহোদয়, বিসিসি (প্রশাসক মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)
০৮. অফিস কপি।

১৫/১/২৫
(মোঃ রেজাউল বারী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
বরিশাল।

CamScanner